পুনর্জন্ম

অর্ধেন্দুকুমার চৌধুরী

সংকলক

শিবানী চৌধুরী

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সম্প্রতি প্রয়াত অর্ধেন্দু কুমার চৌধুরী কবিতার জগতে কবিদের মাঝে এক নতুন নাম। কবির মনে কবিতার জন্মক্ষণটি এক বিশেষ মূহুর্ত। কবিতার মধ্যে প্রকাশ পায় কবির এক বিশেষ আবেগ, বিশেষ অনুভূতি, একটুকরো অধরা আনন্দ অথবা অন্তরের নিবিড় বেদনা। কবি মনের এই দুঃখ, বিরহ, বেদনা ও আনন্দই জন্ম দেয় এক একটি কবিতার। আর এই কবিতাই ছিল অর্ধেন্দুকুমার চৌধুরীর প্রথম প্রেম।

অর্ধেন্দু কুমার চৌধুরীর সাথে আমার পথ চলা শুরু ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে। আমরা দুজনেই তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাবার মুখে। সেই শুরু। অসম্ভব রোমান্টিক মনের এই মানুষটির উদারতা, কোমল ও স্পর্শকাতর হৃদয় আমার মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায়, পথ চলার সাথে সাথে জেনেছিলাম আড়াইবছর বয়সে মাতৃহীন একটি শিশুর হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বড় হয়ে ওঠার কাহিনি। আশ্চর্যজনকভাবে জীবনের নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে বড় হয়ে ওঠা শৈশব ও কৈশোরেই সে প্রেমে পড়েছিল কবিতার। কেউ জানত না কিভাবে এই কবিতা তাঁর মনের গভীরে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল।

অর্ধেন্দু কুমার চৌধুরী ছিলেন ভাইবোনদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। মাতৃহীন ওই শিশুকে অন্তরের স্নেহ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর বাড়ির গুরুজনেরা। আদর করে তাঁরা ডাকতেন 'ননী'। ঠিক ননীর মতই কোমল ও স্পর্শকাতর মন ছিল তাঁর। অন্যের দুঃখের কথা জানতে পারলে কাঁদতেন। কিন্তু কখনও নিজের দুঃখ ও কষ্টের কথা অন্যকে জানতে দিতে চাননি। ওই ব্যথা, ওই বেদনা আর বিরহ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতাগুলিতে।

উনি বেঁচে থাকতে কবিতাগুলি বই আকারে প্রকাশ করতে পারা যায়নি। মনের গোপনে মানুষটির বড় সাধ ছিল বইটি প্রকাশিত হোক। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের এই কবি কখনও কারুকে এই কথাটি বলেননি। মনের কথা তাই মনেই রয়ে গিয়েছিল।

আজ তাঁর লেখা কবিতাগুলি বই আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। বইটির নামকরণ "পূনর্জন্ম" করা হোল—তাঁরই একটি কবিতার নামানুসারে। এই কবিতা সংকলনে কিছু কবিতার নামকরণ কবি স্বয়ং করেননি। ভেবেছিলেন হয়ত পরে করবেন। ওই কবিতাগুলি নামহীন অবস্থাতেই প্রকাশ করা হোল। কবিতাগুলি যদি পাঠকদের ভালো লাগে, জানব—অর্ধেন্দুকুমার চৌধুরী বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে—তাঁর লেখা কবিতাগুলির মাঝে।

এই কবিতা সংকলনটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন শ্রীমতী বনানী মুখোপাধ্যায় আর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শ্রীদেবাশীষ চৌধুরী। এদের দু'জনের কাছেই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি আন্তরিক ধন্যাবদ জানাই শ্রীঅভীক দে এবং 'পুনশ্চ'র শ্রী সন্দীপ নায়ক, শ্রীমতী আঁখি সিনহারায় ও শ্রীগৌতম সিংহ-কে আমাকে সহায়তা করাবার জন্য

নমষ্কার—
শিবাণী চৌধুরী

পুনশ্চ : এই কবিতা সংকলনটি প্রকাশনার ব্যপারে যদি কিছু ভুল থেকে থাকে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সূচিপত্র

পুনর্জন্ম	১৫
হয়ত দেখা পাবো তার	১৬
পূজা	১৭
অভিষেক	১৮
কবিতার সন্ধানে	১৯
একটি কবিতার জন্য	২০
ঘুমের মধ্যে তার পায়ের শব্দ	২১
যদি দিতে চাও	২২
ভালোবাসা, তুমি কেন যাবে পরবাসে	২৩
অন্য কোনো প্রেমে	২৪
প্রবাহ	২৫
নাচিকেত	২৬
মানসী	২৭
শূন্যতা	২৮
এলবাম	২৯
চিত্র নিজস্ব	৩০
স্বৈরিণী	৩১
উৎসর্গ : শ্রী জীবনানন্দ দাশ	৩২
রবীন্দ্রনাথ	৩৩
সম্বন্ধী	৩৪
আলো	৩৫
কথা ছিল বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি এলো না	৩৬
নারী	৩৭

৩৮
বন্ধুবর জ্যোতিপ্রকাশ স্মরণে তুমি ৪০
প্রত্যয় ৪১
প্রশ্ন ৪২
স্মৃতি ৪৩
কাল্পনিক ৪৪
বিস্ময় ৪৫
শোন ভগবান ৪৬
অঙ্গীকার ৪৭
অসুখ ৪৮
মেঘ ৪৯
আত্মকথা ৫০
অসার্থক ৫১
অধরা ৫২
কান্না ৫৩
অচেনা চিত্রপট ৫৪
বীররমণী ৫৬
আষাঢ় সাঁঝের সংলাপ ৫৭
এক পকেট স্বপ্ন ৫৮
চাবিকাঠি ৫৯
দ্বন্দ্ব শেষে ৬০
এসো প্রেম, এসো মৃত্যু ৬১
আত্মঘাতী ৬২
নির্ঝর ৬৩
অথচ এখনও রয়েছে ৬৪
কৌতুক ৬৫
বাঁশিতে বৃষ্টির সুর ৬৬
প্রত্যাশা ৬৭
রূপকথা ৬৮
নির্জনতা ৬৯
যাবো, যাবো ৭০
ঝোড়ো হাওয়া ৭১
ইরাক

ভুল ৭২
সূর্যাস্তের রোদ ৭৩
অভিসার ৭৪
কূপমণ্ডূক ৭৫
ময়নামতী ৭৬
নদীতীরে ৭৭
বেলা হল ৭৮
বৃষ্টি ৭৯
অন্য দৃষ্টিকোণ ৮০
তবু-ও ৮১
জন্মান্তর ৮২
ওই ছেলেটি ৮৩
কল্পনা ৮৪
জাদুকরী ৮৫
মৃত্যু ৮৬
কামনা ৮৭
কোমল গান্ধার ৮৮
ফিরে এসো কবি ৮৯
মিনতি ৯০
প্রার্থনা ৯১
চৈতালীকে ৯২
উৎসব ৯৫
প্রতীক্ষা ৯৬
উনি আমাদের লোক নন ৯৭
জিজ্ঞাসা ৯৮
উত্তর ৯৯
তাকে মনে পড়ে ১০০
জ্যোতিপ্রকাশকে ১০১
ওকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম ১০২
ওরা ভাগ করে ১০৩
ভাব ১০৪

রাত্রির শুরু ১০৫
আমায় খুঁজতে দাও ১০৬
রাত্রি ১০৭
দু-একটি দুঃখ ১০৮
নন্দীগ্রাম
তোমার নাম, আমার নাম, নন্দীগ্রাম ১০৯
১৪ নভেম্বর, ২০০৭ ১১০
বিষাদ ফিরে ফিরে আসে ১১১
দুই প্রশ্ন : এক উত্তর ১১২
তিনি ১১৩
অন্বেষণ ১১৪
এরই নাম জীবন ১১৬
রক্তাক্তসন্ধি ১১৭
জলের ছড়া ১১৮
অথচ তখন ১১৯
অন্যমন ১২০
গান ১২১
অন্যমনে ১২২
চিঠি ১২৩
আকাঙ্ক্ষা ১২৫
অনামি কবিতাগুলি ১২৭

পুনর্জন্ম

সমস্ত রাগ ধুয়ে দাও, ঝেড়ে ফ্যালো সব দুর্ভাবনা,
এই পৃথিবীতে কোনো কিছুইতো চিরস্থায়ী রবে না।
ঐ যে অনেক দূরের অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র
লাজুক চাঁদের মতো জ্বলছে দীর্ঘদিন,
সেও একদিন
যাবে নিষ্প্রভ হয়ে, ডুবে যাবে হিমশীতলতায়...
তার পাশে হয়তো জন্ম নেবে নতুন কোনো নক্ষত্র
সে-ও দীপ্তি দেবে বহুকাল...
বহুকাল পর সেও একদিন যাবে শেষ হয়ে
মিলিয়ে যাবে মহাশূন্যে।

তুমিও তো বেঁচে আছো, অতীতেও ছিলে—
হয়তো ভবিষ্যতেও জন্ম নেবে আবার
ঐ নক্ষত্রের মতো—
তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে
তুমিও যদি একদিন ঢলে পড়ো ঘুমে,
সেই দুঃসহ দিনের আগে
আমার রক্তে তোমার অনুরাগ নিয়ে,
আমার রক্তে তোমার উষ্ণতা নিয়ে,
লিখে যাব কিছু লেখা কবিতার মতো।
ভবিষ্যতের কবি খুঁজে খুঁজে
হয়তো দেবে নতুন কোনো সংজ্ঞা
এই ধরনীতে তুমি জন্ম নেবে আবার।

(৬.৭.২০০৬)
(দ্রষ্টব্য : "শারদপত্র" ২০১১ তে প্রকাশিত।)

হয়ত দেখা পাবো তার

বসে থাকতে থাকতে বেলা হলো
অবিন্যস্ত দুপুর, বিষণ্ণ বিকেল,
কে যেন বলেছিল আমায় নিয়ে যাবে
মায়াবী বৃত্ত ছাড়িয়ে চাঁদের সীমানার বাইরে
স্মৃতির অতীত, অন্য কোনো লোকে,
যেখানে আকাশে ফুটে-থাকা ছোটো বড়ো সব
স্বপ্নময় নক্ষত্র বিরাজ করে
তপোবনে রজনীগন্ধার মতো,
আমিও সেইমতো
মৎস্যগন্ধা নারীদের ছেড়ে
শেষ করে গার্হস্থ্য আলাপ
দু-হাত ভরে তুলে নেব মন্ত্রপূত জল
ছেড়ে যাব শব্দময় সম্মান অসম্মান...
কান ভরে শুনে যাব স্তবগান।
চেতনার গভীরে, স্থির আলোয়
হয়তো দেখা পাব তার
হিরন্ময় যিনি
মেলান, মিলিয়ে দেবেন সমস্ত প্রেমে-অপ্রেমে।

(দ্রষ্টব্য : 'প্রতীতি' পত্রিকার শারদীয়া ১৪০৪ (বাংলা) সংখ্যায় প্রকাশিত।)

পূজা

আমি তো তুলেছি নীবার ধান্য
তোমার পূজায় লাগবে বলে,
আমি তো রেখেছি আম্রপল্লব
শান্তির জলে পাব বলে।

কোথায় চলেছ তুমি দেবতা আমার
পিছু ছুটে ছুটে পারি না যে আর
তোমায় সঁপেছি সমস্ত কর্মফল
তবু কি পূজা সাঙ্গ হবে না আমার?

দিবস যায় কেটে, রজনীও ফুরায়—
এখনও থাকি দেবতার প্রতীক্ষায়।
বুঝেছি পূজার কাজ বড়ো গুরুভার
সংগতি আমার অতি যৎসামান্য।

মূর্তি পূজা ছেড়ে পূজি নরদেবতারে,
সযতনে ধুয়ে দিই তার পায়ের ধুলো—
নিরন্ন মানুষের মুখে দিই পরমান্ন
দেবতা তুমি, আমায় সেবক করে আমায় করেছ ধন্য।

(১৪.৮.২০০৬)
(দ্রষ্টব্য : ১৪১৪ সালের আশ্বিন মাস, অক্টোবর, ২০০৭—এফ ই ব্লক রেসিডেন্স এ্যাসোসিয়েশন-এর বাৎসরিক শারদীয়া পত্রিকায় প্রকাশিত।)

অভিষেক

আজও দুর্দিনে হৃদয়ে উষ্ণতা জাগে
এখনও প্রলয়কালে খণ্ড চাঁদ ভাসে...
কে বলে শক্তি চাটুজ্জেই শুধু পদ্য লেখে?
আমিও তো লিখি পদ্য, এখানে সেখানে, অল্পস্বল্প।
হায় স্থিতপ্রজ্ঞ, তুমি পুন্যশরীর—
তোমার আদর্শ
ধর্মগ্রন্থ-উক্ত বীতরাগ ভয় ক্রোধ...
আমি অন্যমনস্ক সাধারণ মানুষ;
নিশ্চিত জানি— জটিল জীবন, নিরর্থক সব আস্ফালন।
সীমাহীন আকাশ, নিরপেক্ষ সময়, অকারণ ব্যস্ততা
পূত হোমাগ্নি, মন্ত্রোচ্চারণ, জলজপ্রাণ, সত্য কাব্যসত্তা।

অদূরবর্তী মেঘলোক, তমসাশেষে অমলিন উষা—
সহজাত রক্তকণিকায় অপার্থিব বেদনার চাঞ্চল্য...
গভীর চেতনায় স্থিত প্রজ্ঞা, ভোরের স্থলপদ্ম...
দু-হাত ভরে ধরে রাখা একান্ত শিশির।
যুগসন্ধিক্ষণে তুমি এসো, হে মহামানব,
কালের স্রোতে চিহ্নহীন হবার আগে
মঙ্গলশঙ্খে হোক্ তোমার অভিষেক
ভরে উঠুক নদী অনন্ত সম্ভারে।

(দ্রষ্টব্য : 'শারদপত্র' পত্রিকার ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

কবিতার সন্ধানে

একটা কবিতার জন্য অপেক্ষা করে আছি বহুকাল...
অযুত নিযুত বৎসর পৃথিবীর পরিক্রমাকাল
সভ্যতার যাবৎ লেখাপড়া বর্ণময় সব চিত্রকলা
প্রাচীন ভাস্কর্যে খোদিত সাংকেতিক বর্ণলিপি।
আষাঢ়শেষের আবছা-মেঘে হঠাৎ ছিটকে আসা
দূর দূরান্তের মহাবিশ্বে বিচ্ছুরিত আলোর কণা,
উন্মুখ কোন ধানের শীষে চুয়ে চুয়ে পড়া
পথভ্রষ্ট নক্ষত্রের গোপন চোখের জল
অর্থহীন হয়ে গেছে সব-ই বহুকালের অনভ্যাসে।

এবার তাই আলোড়ন চাই, ঝোড়ো হাওয়া, বিপ্লব হোক সঙ্গী
সাক্ষী থাকুক পিতৃপিতামহ, দুর্জয় চাঁদ, সপ্তর্ষি হোক সঙ্গী।
গৃহস্থরা থাকুক সুখে, স্বাভিমানে, 'সফ্‌টপর্নো' ঘুমে
গণিতের অঙ্ক মেলানো ভার, উদ্দেশ্যহীন জ্যামিতি।
উদার অর্থনীতির মেকী বুনিয়াদ, নয়া পুঁজিবাদের শোষণ
পচাগলা সমাজব্যবস্থা, রুখে দাঁড়ানোই জরুরী।

এবার এসো, হাত ধরেছ শপথ নাও, এগিয়ে চলো
অনিশ্চিতের পথে—

দুর্বলেরা পিছিয়ে পড়ে, ওপারেতে স্বপ্ন আছে।
রাত-বিরেতে বৃষ্টি নামে, কোজাগরী মায়া
বাঁধ ভাঙে, নিষেধ ভাঙে, ভাঙে নিজস্ব ছায়া।
সংঘাত শেষে সৃষ্টি আছে, গড়ে ওঠে নতুন পৃথিবী
কবিতা তুমি, স্বপ্ন আমার, তোমাকে হৃদয় দেয়া আছে।

(দ্রষ্টব্য : 'প্রতীতি' পত্রিকার শারদীয়া ১৪০৩ (বাংলা) সংখ্যায় প্রকাশিত।)